বর্ণমালা

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ২০২০

স্মরণিকা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

ঢাকা কমার্স কলেজ
DHAKA COMMERCE COLLEGE

(স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত)

ঢাকা কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

ফোন: ৯০০৪৯৪২, ৯০০৭৯৪৫, ৯০২৩৩৩৮

www.dcc.edu.bd dhaka commerce college

বর্ণমালা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি

পৃষ্ঠপোষক

এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মো. আবু সালেহ
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
সদস্য, গভর্নিং বডি

উপদেষ্টা পরিষদ

মো. শামছুল হুদা এফসিএ
সদস্য, গভর্নিং বডি

আহমেদ হোসেন
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মো. এনায়েত হোসেন মিয়া
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর ডা. এম এ রশীদ
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
সদস্য, গভর্নিং বডি

শামীমা সুলতানা
সদস্য, গভর্নিং বডি

এ কে এম মোরশেদ
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মো. জুলফিকার রহমান
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ
উপাধ্যক্ষ

প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল
উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

সম্পাদনা পরিষদের আহ্বায়ক

প্রফেসর মো. সাইদুর রহমান মিঞা
বাংলা বিভাগ
আহ্বায়ক, সাংস্কৃতিক কমিটি

সম্পাদক

এস এম আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও
যুগ্ম আহ্বায়ক, সাংস্কৃতিক কমিটি

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য

ড. মীর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মো. আহাদুজ্জামান দিরাজ
সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, পদার্থবিদ্যা বিভাগ

ড. সাহেলা আলম
সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, জীববিজ্ঞান বিভাগ

সম্পাদনা সহকারী

নিলয় পারভেজ, এমবিএ (হিসাববিজ্ঞান), রোল: এমবিএ ৬১৬
মো. তরিকুল ইসলাম, বিবিএ (সম্মান) প্রফেশনাল ৩য় বর্ষ, রোল: বিবিএ ৬৭২
মো. সাকিব হাসান, দ্বাদশ শ্রেণি, রোল: ৪১২৮৮

একুশের গান

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু ঝরা এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।।

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবী
দিন বদলের ক্রান্তিলগ্নে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।

সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে;
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকনন্দা যেন,
এমন সময় ঝড় এলো এক ঝড় এলো খ্যাপা বুনো।।

সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোঁড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবীকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই সারা বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।।

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহিদ ভায়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাটে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।।

রচয়িতা : আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৫২)
সুরকার : আলতাফ মাহমুদ (১৯৫৪)

প্রকাশনায় : ঢাকা কমার্স কলেজ **প্রকাশকাল :** ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২০, ৮ই ফাল্গুন ১৪২৬

মুদ্রণ : *সেঞ্চুরী প্রিন্টিং প্রেস অ্যাণ্ড গ্রাফিক্স, মিরপুর-১, ঢাকা।*

আমরা তোমাদের ভুলবো না

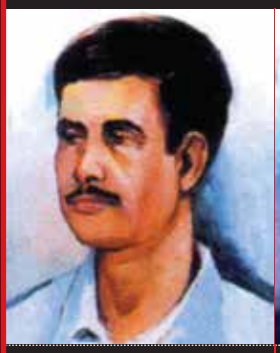

ভাষা শহিদ আবদুস সালাম
১৯২৫-১৯৫২

ভাষা শহিদ আবুল বরকত
১৯২৭-১৯৫২

ভাষা শহিদ রফিক উদ্দীন আহমদ
১৯২৬-১৯৫২

ভাষা শহিদ আবদুল জব্বার
১৯১৯-১৯৫২

ভাষা শহিদ শফিউর রহমান
১৯১৮-১৯৫২

৫২'র ভাষা আন্দোলনে বীর শহিদদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ এর কর্মসূচি

প্রভাতফেরি, শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, একুশে সম্মাননা প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, একুশের বইমেলা, ডেন্টাল ক্যাম্প, ভাষাচিত্র প্রদর্শনী, স্মরণিকা প্রকাশ, দেয়ালিকা প্রকাশ ও ভাষা দিবস সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

প্রধান অতিথি
প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
একুশে পদকপ্রাপ্ত
লেখক ও গবেষক
উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

বিশেষ অতিথি
এ এফ এম সরওয়ার কামাল
উদ্যোক্তা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা
গভর্নিং বডির সদস্য
ঢাকা কমার্স কলেজ এবং
সাবেক সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সভাপতি
প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ
উপাধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল
উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)
ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রফেসর মো. সাইদুর রহমান মিঞা
আহ্বায়ক, সাংস্কৃতিক কমিটি
ঢাকা কমার্স কলেজ

এস এম আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক ও
যুগ্ম আহবায়ক, সাংস্কৃতিক কমিটি
ঢাকা কমার্স কলেজ

ভাষা শহিদ পরিচিতি

আবুল বরকত

শহিদ হয়েছেন ২১-২-১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ

পরিচয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এমএ ক্লাসের ছাত্র।
পিতার নাম : মৌলভী শামসুজ্জোহা ওরফে ভুলু মিয়া (১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু)
মাতার নাম : হাজি হাসিনা বিবি (১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু)
তিন বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে আবুল বরকত ছিলেন পিতামাতার চতুর্থ সন্তান।
জন্ম : ১৬ জুন ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ
জন্মস্থান : গ্রাম: বাবলা ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, রাষ্ট্র : ভারত।
ঢাকার ঠিকানা : বিষ্ণুপ্রিয়া ভবন, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

আবদুল জব্বার

শহিদ হয়েছেন ২১-২-১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ

পরিচয় : সাধারণ গ্রামীণ কর্মজীবী মানুষ ছিলেন
পিতার নাম : মরহুম হাছেন আলী (১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু)
মাতার নাম : সফাতুন্নেসা (১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু)
পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে আবদুল জব্বার ছিলেন দ্বিতীয়।
আবদুল জব্বারের স্ত্রীর নাম আমেনা খাতুন ও তার একমাত্র ছেলের নাম নুরল ইসলাম বাদল
(১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৫ মাস)
জন্ম : ১৩ আগস্ট ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ
জন্মস্থান : পাঁচুয়া, ইউনিয়ন : রাওনা, উপজেলা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ।

রফিক উদ্দীন আহমদ

শহিদ হয়েছে ২১-২-১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ

পরিচয় : মানিকগঞ্জ জেলার দেবেন্দ্রনাথ কলেজের বাণিজ্য বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।
পিতার নাম : মরহুম আবদুল লতিফ (১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু)
মাতার নাম : রাফিজা খানম (মৃত্যু ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে)
জন্ম : ৩০ অক্টোবর ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ
জন্মস্থান : গ্রাম : পারিল, উপজেলা : সিঙ্গাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ।
রফিক উদ্দীন আহমদের ছোট ভাইয়ের নাম খোরশেদ আলম, তিনি এখনো জীবিত।
শহিদ রফিক উদ্দীন আহমদ ২০০০ সালে মরণোত্তর একুশে পদক পান।

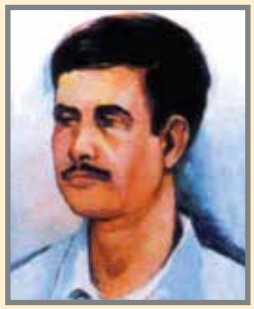

আবদুস সালাম

গুলিবিদ্ধ হন ২১-২-১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে

হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে ৭-৪-১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে বেলা ১১টায় মৃত্যুবরণ করেন।
পরিচয় : ডাইরেক্টর অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফিসে রেকর্ড কিপার পদে চাকরি করতেন।
পিতার নাম : মরহুম মো. ফাজিল মিয়া (১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু)
মাতার নাম : দৌলতন নেছা (১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু)
তিন বোন ও চার ভাইয়ের মধ্যে আবদুস সালাম ছিলেন সবার বড়।
তার সবচেয়ে ছোট ভাই এখনো জীবিত।
জন্ম : ২৭ নভেম্বর ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ
জন্মস্থান : গ্রাম : লক্ষণপুর, ইউনিয়ন : মাতৃভূঞা, থানা : দাগনভূঞা, জেলা : ফেনী।

শফিউর রহমান

শহিদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ

পরিচয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ক্লাসের প্রাইভেট ছাত্র ও ঢাকা হাইকোর্টের কর্মচারী। বংশাল রোডের মাথায় শহিদ হন (ঢাকা)।

পিতার নাম : মরহুম মাহবুবুর রহমান

মাতার নাম : মরহুমা কানেতাতুন্নেসা

শফিউর রহমানের স্ত্রীর নাম আকিলা খাতুন (বর্তমানে জীবিত বয়স আনুমানিক ৮৩ বছর)। শফিউরের ছেলের নাম শফিকুর রহমান ও মেয়ের নাম আসফিয়া খাতুন। বর্তমানে তারা সবাই উত্তরা মডেল টাউনের বাসিন্দা।

জন্ম : ২৪ জানুয়ারি ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ, জন্মস্থান : গ্রাম : কোন্নাগর, জেলা : হুগলি, রাষ্ট্র : ভারত।

ঢাকার ঠিকানা : হেমেন্দ্রনাথ রোড, ঢাকা।

পদক : ১৯৯০ সালে শহিদ শফিউর রহমানকে মরণোত্তর একুশে পদক দেয়া হয়।

স্বীকৃতিবিহীন তিন ভাষা শহিদ

মো. অহিউল্লাহ

শহিদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ

ঢাকার নবাবপুর এলাকার বংশাল রোডের মাথায় সশস্ত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হন এবং তার লাশ পুলিশ অপহরণ করে।

পরিচয় : শিশু শ্রমিক

পিতার নাম : হাবিবুর রহমান

পিতার পেশা : রাজমিস্ত্রি

জন্ম : ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ (আনুমানিক)

জন্মস্থান : অজ্ঞাত

আবদুল আউয়াল

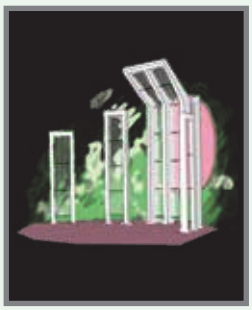

শহিদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ

(বর্তমান ঢাকা রেল হাসপাতাল কর্মচারী সংলগ্ন এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর মোটর গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু)।

পরিচয় : রিকশাচালক

পিতার নাম : মো. আবদুল হাশেম

জন্ম : ১১ মার্চ ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ (আনুমানিক)

জন্মস্থান : সম্ভবত গেন্ডারিয়া, ঢাকা।

সিরাজুদ্দিন

শহিদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ

মৃত্যু : ঢাকার নবাবপুরে 'নিশাত' সিনেমা হলের বিপরীত দিকে মিছিলে থাকা অবস্থায় টহলরত ইপিআর জওয়ানের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

ঠিকানা : বাসাবাড়ি লেন, তাঁতিবাজার, ঢাকা।

পরিচয় : সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

একুশের ঘটনা

একুশের প্রভাত ফেরিতে মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৫৪)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একুশের প্রভাত ফেরিতে ফরিদা বারী, জহরতআরাসহ ছাত্রীবৃন্দ (১৯৫৩)

ভাষা শহিদদের স্মরণে স্মৃতি স্তম্ভ (১৯৫২)

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণে আমতলায় ঐতিহাসিক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী এ দিন সকাল ৯টা থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়। তারা ১৪৪ ধারা জারির বিপক্ষে স্লোগান দিতে থাকে এবং পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্যদের ভাষা সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মতামতকে বিবেচনা করার আহ্বান জানাতে থাকে। পুলিশ অস্ত্র হাতে সভাস্থলের চারদিক ঘিরে রাখে। বিভিন্ন অনুষদের ডিন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঐসময় উপস্থিত ছিলেন। বেলা সোয়া এগারোটার দিকে ছাত্ররা গেটে জড়ো হয়ে প্রতিবন্ধকতা ভেঙে রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছাত্রদের সতর্ক করে দেয়। কিছু ছাত্র ঐসময়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দিকে দৌঁড়ে চলে গেলেও বাদ বাকিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুলিশ দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পুলিশের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। উপাচার্য তখন পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ বন্ধ করতে অনুরোধ জানান এবং ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু ছাত্ররা ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময় কয়েকজনকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার শুরু করলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করে তেজগাঁও নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। এ ঘটনায় ছাত্ররা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে পুনরায় তাদের বিক্ষোভ শুরু করে।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণ, ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রাক্কালে বেলা ২টার দিকে আইন পরিষদের সদস্যরা আইনসভায় যোগ দিতে এলে ছাত্ররা তাদের বাঁধা দেয়। কিন্তু পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে যখন কিছু ছাত্র সিদ্ধান্ত নেয় তারা আইনসভায় গিয়ে তাদের দাবি উত্থাপন করবে। ছাত্ররা ঐ উদ্দেশ্যে আইনসভার দিকে রওনা করলে বেলা ৩টার দিকে পুলিশ দৌঁড়ে এসে ছাত্রাবাসে গুলিবর্ষণ শুরু করে। পুলিশের গুলিবর্ষণে আব্দুল জব্বার এবং রফিক উদ্দিন আহমেদ ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এছাড়া আব্দুস সালাম, আবুল বরকতসহ আরও অনেকে সে সময় নিহত হন। ঐদিন অহিউল্লাহ নামের একজন ৮/৯ বছরেরে কিশোরও নিহত হয়।

ছাত্র হত্যার সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে জনগণ ঘটনাস্থলে আসার উদ্যোগ নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত অফিস, দোকানপাট ও পরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রদের শুরু করা আন্দোলন সাথে সাথে জনমানুষের আন্দোলনে রূপ নেয়। রেডিও শিল্পীরা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে শিল্পী ধর্মঘট আহ্বান করে এবং রেডিও স্টেশন পূর্বে ধারণকৃত অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে থাকে।

ঐসময় গণপরিষদে অধিবেশন শুরুর প্রস্তুতি চলছিল। পুলিশের গুলির খবর জানতে পেরে মাওলানা তর্কবাগিশসহ বিরোধী দলীয় বেশ কয়েকজন অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ান। গণপরিষদে মনোরঞ্জন ধর, বসন্তকুমার দাস, শামসুদ্দিন আহমেদ এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সহ মোট ছয়জন সদস্য মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনকে হাসপাতালে আহত ছাত্রদের দেখতে যাবার জন্যে অনুরোধ করেন এবং শোক প্রদর্শনের লক্ষ্যে অধিবেশন স্থগিত করার কথা বলেন। কোষাগার বিভাগের মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ, শরফুদ্দিন আহমেদ, সামসুদ্দিন আহমেদ খন্দকার এবং মসলেউদ্দিন আহমেদ এই কার্যক্রমে সমর্থন দিয়েছিলেন। যদিও নুরুল আমিন অন্যান্য নেতাদের অনুরোধ রাখেননি এবং অধিবেশনে বাংলা ভাষার বিরোধিতা করে বক্তব্য দেন।

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার

ভাষা শহিদদের স্মরণে প্রথম শহিদ মিনারের অনুকরণে রাজশাহী কলেজে নির্মিত শহিদ মিনার (২০০৯)

বর্তমান কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার

শহিদ মিনার

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিসৌধ। এটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্থলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে অবস্থিত।

প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়েছিল অতিদ্রুত এবং নিতান্ত অপরিকল্পিতভাবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ শুরু করে রাত্রির মধ্যে তা সম্পন্ন করে। শহিদ মিনারের খবর কাগজে পাঠানো হয় ঐ দিনই। শহিদ বীরের স্মৃতিতে- এই শিরোনামে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ছাপা হয় শহিদ মিনারের খবর।

মিনারটি তৈরি হয় মেডিকেলের ছাত্র হোস্টেলের (ব্যারাক) বার নম্বর শেডের পূর্ব প্রান্তে। কোনাকুনিভাবে হোস্টেলের মধ্যবর্তী রাস্তার গা-ঘেঁষে। উদ্দেশ্য বাইরের রাস্তা থেকে যেন সহজেই চোখে পড়ে এবং যে কোনো শেড থেক বেরিয়ে এসে ভেতরের লম্বা টানা রাস্তাতে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে। শহিদ মিনারটি ছিল ১০ ফুট উঁচু ও ৬ ফুট চওড়া। মিনার তৈরির তদারকিতে ছিলেন জিএস শরফুদ্দিন (ইঞ্জিনিয়ার শরফুদ্দিন নামে পরিচিত), ডিজাইন করেছিলেন বদরুল আলম। সাথে ছিলেন সাঈদ হায়দার। তাদের সহযোগিতা করেন দুইজন রাজমিস্ত্রী। মেডিকেল কলেজের সম্প্রসারণের জন্য জমিয়ে রাখা ইট, বালি এবং পুরান ঢাকার পিয়ারু সর্দারের গুদাম থেকে সিমেন্ট আনা হয়। ভোর হবার পর একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় মিনারটি। ঐ দিনই অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে, ২২ ফেব্রুয়ারির শহিদ শফিউরের পিতা অনানুষ্ঠানিকভাবে শহিদ মিনারের উদ্বোধন করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে দশটার দিকে শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। উদ্বোধনের দিন অর্থাৎ ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সেনাবাহিনী মেডিকেলের ছাত্র হোস্টেল ঘিরে ফেলে এবং প্রথম শহিদ মিনার ভেঙ্গে ফেলে। এরপর ঢাকা কলেজেও একটি শহিদ মিনার তৈরি করা হয়, এটিও একসময় সরকারের নির্দেশে ভেঙ্গে ফেলা হয়।

অবশেষে, বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেবার পর ১৯৫৭ সালের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের কাজ শুরু হয়। এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির তত্ত্বাবধানে।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

১৯৫৬ সালে আবু হোসেন সরকারের মুখ্যমন্ত্রীত্বের আমলে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের বর্তমান স্থান নির্বাচন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। তৎকালীন পূর্ত সচিব (মন্ত্রী) জনাব আবদুস সালাম খান মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে 'শহিদ মিনারের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য চূড়ান্তভাবে একটি স্থান নির্বাচন করেন। ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে জনৈক মন্ত্রীর হাতে 'শহিদ মিনারের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা থাকলেও তাতে উপস্থিত জনতা প্রবল আপত্তি জানায় এবং ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহিদ রিক্সাচালক আওয়ালের ৬ বছরের মেয়ে বসিরনকে দিয়ে এ স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

স্থাপত্য নকশা

শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং আওয়ামী লীগের উদ্যোগে যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়। এর ফলেই শহিদ মিনারের নতুন স্থাপনা নির্মাণ করা সহজতর হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হামিদুর রহমান মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত শহিদ মিনারের স্থপতি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। তাঁরই রূপকল্পনা অনুসারে নভেম্বর, ১৯৫৭ সালে তিনি ও নভেরা আহমেদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সংশোধিত আকারে শহিদ মিনারের নির্মাণ কাজ কাজ শুরু হয়। এ নকশায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সম্মুখভাগের বিস্তৃত এলাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৬৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহিদ আবুল বরকতের মাতা হাসিনা বেগম কর্তৃক নতুন শহিদ মিনারের উদ্বোধন করা হয়।

একুশের প্রথম কবিতা

কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

ওরা চল্লিশজন কিংবা আরো বেশি
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে-রমনার রৌদ্রদগ্ধ কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায়
ভাষার জন্য, মাতৃভাষার জন্য-বাংলার জন্য।
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
একটি দেশের মহান সংস্কৃতির মর্যাদার জন্য
আলাওলের ঐতিহ্য
কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের
সাহিত্য ও কবিতার জন্য
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
পলাশপুরের মকবুল আহমদের পুঁথির জন্য
রমেশ শীলের গাথার জন্য,
জসীমউদ্দীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাটের' জন্য।
যারা প্রাণ দিয়েছে
ভাটিয়ালি, বাউল, কীর্তন, গজল
নজরুলের "খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি।"
এ দুটি লাইনের জন্য
দেশের মাটির জন্য,
রমনার মাঠের সেই মাটিতে
কৃষ্ণচূড়ার অসংখ্য ঝরা পাপড়ির মতো
চল্লিশটি তাজা প্রাণ আর
অঙ্কুরিত বীজের খোসার মধ্যে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের অসংখ্য বুকের রক্ত।
রামেশ্বর, আবদুস সালামের কচি বুকের রক্ত
বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সেরা কোনো ছেলের বুকের রক্ত।
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের প্রতিটি রক্তকণা
রমনার সবুজ ঘাসের উপর
আগুনের মতো জ্বলছে, জ্বলছে আর জ্বলছে।
এক একটি হীরের টুকরোর মতো
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলে চল্লিশটি রত্ন
বেঁচে থাকলে যারা হতো
পাকিস্তানের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ
যাদের মধ্যে লিংকন, রকফেলার,
আরাগঁ, আইনস্টাইন আশ্রয় পেয়েছিল
যাদের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিল
শতাব্দীর সভ্যতার
সবচেয়ে প্রগতিশীল কয়েকটি মতবাদ,
সেই চল্লিশটি রত্ন যেখানে প্রাণ দিয়েছে
আমরা সেখানে কাঁদতে আসিনি।
যারা গুলি ভরতি রাইফেল নিয়ে এসেছিল ওখানে
যারা এসেছিল নির্দয়ভাবে হত্যা করার আদেশ নিয়ে
আমরা তাদের কাছে
ভাষার জন্য আবেদন জানাতেও আসিনি আজ।
আমরা এসেছি খুনি জালিমের ফাঁসির দাবি নিয়ে।
আমরা জানি ওদের হত্যা করা হয়েছে
নির্দয়ভাবে ওদের গুলি করা হয়েছে
ওদের কারো নাম তোমারই মতো ওসমান
কারো বাবা তোমারই বাবার মতো
হয়তো কেরানি, কিংবা পূর্ব বাংলার
নিভৃত কোনো গাঁয়ে কারো বাবা
মাটির বুক থেকে সোনা ফলায়
হয়তো কারো বাবা কোনো
সরকারি চাকুরে।
তোমারই আমারই মতো
যারা হয়তো আজকেও বেঁচে থাকতে
পারতো,
আমারই মতো তাদের কোনো একজনের
হয়তো বিয়ের দিনটি পর্যন্ত ধার্য হয়ে গিয়েছিল,
তোমারই মতো তাদের কোনো একজন হয়তো
মায়ের সদ্যপ্রাপ্ত চিঠিখানা এসে পড়বার আশায়
টেবিলে রেখে মিছিলে যোগ দিতে গিয়েছিল।
এমন এক একটি মূর্তিমান স্বপ্নকে বুকে চেপে
জালিমের গুলিতে যারা প্রাণ দিল
সেই সব মৃতদের নামে
আমি ফাঁসি দাবি করছি।
যারা আমার মাতৃভাষাকে নির্বাসন দিতে চেয়েছে তাদের জন্যে
আমি ফাঁসি দাবি করছি
যাদের আদেশে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের জন্যে
ফাঁসি দাবি করছি
যারা এই মৃতদেহের উপর দিয়ে
ক্ষমতার আসনে আরোহণ করেছে
সেই বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে।
আমি তাদের বিচার দেখতে চাই।
খোলা ময়দানে সেই নির্দিষ্ট জায়গাতে
শাস্তিপ্রাপ্তদের গুলিবিদ্ধ অবস্থায়
আমার দেশের মানুষ দেখতে চায়।
পাকিস্তানের প্রথম শহিদ
এই চল্লিশটি রত্ন,
দেশের চল্লিশ জন সেরা ছেলে
মা, বাবা, নতুন বৌ, আর ছেলে মেয়ে নিয়ে
এই পৃথিবীর কোলে এক একটি
সংসার গড়ে তোলা যাদের স্বপ্ন ছিল
যাদের স্বপ্ন ছিল আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে
আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার,
যাদের স্বপ্ন ছিল আণবিক শক্তিকে
কীভাবে মানুষের কাজে লাগানো যায়
তার সাধনা করার,
যাদের স্বপ্ন ছিল রবীন্দ্রনাথের
'বাঁশিওয়ালার' চেয়েও সুন্দর
একটি কবিতা রচনা করার,
সেই সব শহিদ ভাইয়েরা আমার
যেখানে তোমরা প্রাণ দিয়েছ
সেখানে হাজার বছর পরেও
সেই মাটি থেকে তোমাদের রক্তাক্ত চিহ্ন
মুছে দিতে পারবে না সভ্যতার কোনো পদক্ষেপ।
যদিও অগণন অস্পষ্ট স্বর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করবে
তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঘণ্টা ধ্বনি
প্রতিদিন তোমাদের ঐতিহাসিক মৃত্যুক্ষণ
ঘোষণা করবে।
যদিও ঝঞ্ঝা-বৃষ্টিপাতে-বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভিত্তি পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে পারে
তবু তোমাদের শহিদ নামের ঔজ্জ্বল্য
কিছুতেই মুছে যাবে না।
খুনি জালিমের নিপীড়নকারী কঠিন হাত
কোনো দিনও চেপে দিতে পারবে না
তোমাদের সেই লক্ষদিনের আশাকে,
যেদিন আমরা লড়াই করে জিতে নেব
ন্যায়-নীতির দিন
হে আমার মৃত ভাইরা,
সেই দিন নিস্তব্ধতার মধ্য থেকে
তোমাদের কণ্ঠস্বর
স্বাধীনতার বলিষ্ঠ চিৎকারে
ভেসে আসবে
সেই দিন আমার দেশের জনতা
খুনি জালিমকে ফাঁসির কাষ্ঠে
ঝুলাবেই ঝুলাবে
তোমাদের আশা অগ্নিশিখার মতো জ্বলবে
প্রতিশোধ এবং বিজয়ের আনন্দে।

চট্টগ্রাম, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ রাতে রচিত